পর্ব ৭

আমরা কি এক ধাপ পিছিয়ে যাচ্ছি (Are we taking a step backward)

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপ : **সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের** পক্ষ থেকে **সুদীপ কুমার মজুমদার**

ভাষ্যঃ শ্রোতা বন্ধুরা গত পর্বে সুস্থায়ী উন্নয়ন নিয়ে ভারতবর্ষের সামাজিক মূল্যবোধ ও দেশাচার সম্পর্কে আমরা জেনেছি। আজ আমরা জানবো এই মূল্যবোধ রক্ষা করতে গিয়ে আমরা এগিয়ে চলার বদলে পিছিয়ে পড়ছি কিনা।

চরিত্র পরিচিতিঃ কানাই- চাষি ও সব্জি বিক্রেতা, মাধব- সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, সবলা -মাধবের পত্নী, পঞ্চায়েত প্রধান, পরিতোষ, তাপস - কৃষি আধিকারিক, নরহরি, সুবল, পরাণ, বিশু, কামাল, মণিরুল - চাষি, প্রমিত,অয়ন, বিবেক, পূজা, অনিন্দিতা, রিশান- কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রী, গণশা- ব্লক অফিসের কর্মচারী।

পট ১।

বাজারের আওয়াজ। নানাবিধ বয়সের পুরুষ ও মহিলার কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে কমে আসবে ও মূল চরিত্রদের কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চগ্রামে উঠবে।

মাধব- কিরে কানাই, আজ কদিন তোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

কানাই- সে আর কি বলবো মাধববাবু কটা দিন মা-টারে নিয়ে যমে মানুষে যা টানাটানি গ্যালো। যাকগে সে এখন একটু ভালো আছে খন। আজ কি নেবেন গো ?

মাধব- সব কিছুই দে না একটুখানি করে। ভালো দেখে দিস কিন্তু।

কানাই- সে আর বলতে। আমার এখানে সব দিশী জিনিস গো বাবু। সব্জি গুলানের চেহারা আর রঙ দেখতিছ নি। তাগড়া আর সবুজ সব্জি ছাড়া আমি বেচি না।

মাধব- তা আর দেখছি না। চাষ করতে গিয়ে তোরা গাদা গাদা রাসায়নিক সার ব্যবহার করছিস আর সেই সার আমাদের ঘাড় মটকাচ্ছে।

কানাই- না গো বাবু। চাষ বাবুরা আমাদের কতবার করে শিইকখ্যে দে গ্যাছে। ওই সারগুলান এখন আমরা ব্যাভার করি না। বলতে কি অনেক চাষেই এখন আমরা ওই যে জৈব সার না কি বলে না ওই সারগুলান ব্যাভার করি। এতে শুনি জমিগুলাও ভালো থাকে আর সব্জি টব্জি যা হয় তা নাকি শইরেল পক্ষে ভালো।

মাধব- আমাকে এখন অফিস যেতে হবে বাবা। তোর বক্তিমে আসছে রোববার শুনব খন। এখন দে দেখি তাড়াতাড়ি। আর দাম টাম ঠিক করে ধরিস।।

কানাই- দাম এট্টু না হয় বেশী দিলে। শইরে বিষ তো আর ঢুকবে না।

[দাঁড়িপাল্লায় ওজন করার শব্দ]

কই নাও গো।

[সব্জি ইত্যাদি ব্যাগে ভরার শব্দ ও পকেট থেকে টাকা বের করার খসখসে আওয়াজ।]

মাধব- কত হল রে?

কানাই- এই চুরাশি টাকা।

মাধব- এই নে আশি টাকা। চার টাকা পরে নিস খন।

কানাই- (স্বগতোক্তি) এই করে কত চার টাকা যে ভগবানের চরণে গ্যালো...

[দ্রুতবেগে পদচারণার শব্দ যা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসবে।]

মাধব- (স্বগতোক্তি) খালি দিশী আর দিশী। তা দেশ গাঁয়ে দিশী ফলবে না তো কি বিদিশী ফলবে অ্যাঁ- যত্তসব ।

(পট পরিবর্তনের থিম মিউজিক)

পট ২।

[একটি গ্রাম্য সভা। ইতস্ততঃ বিভিন্ন মানুষের কণ্ঠ শোনা যাবে। মাইকে গ্রাম প্রধানের কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে।]

প্রধান- ভাই সকল তোমরা সবাই একটু চুপ কর।আজ আমাদের এই সভা কেন আহ্বান করা হয়েছে তা তোমরা সবাই জান। গত বছর আমাদের গ্রামের আনেক চাষি ভাইয়ের সর্বস্ব নষ্ট হয়েছে উপযুক্ত পরিমাণ শস্য না হওয়ার কারণে। তাছাড়া ফসল কাটার পরে তা বিক্রি করতে গিয়েও সমস্যায় পড়েছি আমরা। তাই পঞ্চায়েতের তরফ থেকে আমরা আমাদের ব্লকের কৃষি আধিকারিক শ্রী পরিতোষ নস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তার কথা শুনলে আশা করি আমাদের সমস্যাগুলি অনেকটাই মিটে যাবে। ইয়ে - আসুন স্যার।

পরিতোষ- দেখুন আমরা শহরে মানুষ হয়েছি। তাই চাষবাস সম্পর্কে আপনারা আমার থেকে অনেকটাই বেশী জানেন। তবে আমি কয়েকটা কথা বলতে পারি যা হয়তো আপনারা জানেন না। আপনাদের হাতে একটু সময় আছে তো?

সবাই সমস্বরে – হ্যাঁ স্যার আছে।

পরিতোষ- দেখুন আমরা সবাই চাষবাসের উপর ভীষণ ভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু সবাই ঠিক নিয়ম মেনে চাষটা কারি না। আচ্ছা- এই যে আপনি – আপনার নাম কি?

নরহরি- নরহরি সামন্ত।

পরিতোষ- হ্যাঁ আপনার সমস্যাটা কি হয়েছিলো?

নরহরি- স্যার গেলবার তাও তো কিছু ফসল হইছিল এইবছর তো না খাইয়া মরতি হবে।

পরিতোষ- আসলে জমির উর্বরতা রক্ষা করা কিন্তু চাষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি আছে। জমি আর তাতে বসবাসকারী প্রাণীদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানা থাকলে সে কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। প্রতি বছর একই ফসল চাষ না করে আলাদা আলাদা ফসল চাষ করলে জমির উর্বরতা অনেকটা রক্ষা পায়। এমনকি একই বছর জমিকে ভাগ করে নিয়ে বিভিন্ন জাতের ফসল চাষ করলেও জমি ভাল থাকে। এর সাথে জমিতে মটর শুঁটি বা ডাল জাতীয় শস্য চাষ করলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমতে পারে না। কম হাল দিলেও জমির উর্বরতা অনেকটা রক্ষা পায়।

সুবল- তাই কয়েন। হেইবারে বুঝতাসি খাইটট্যা জান বাইর হইয়া যায় তবু জমিটা খাঁ খাঁ করে ক্যান।

পরিতোষ- হ্যাঁ সুবল আজকালকার দিনে চাষবাসও একটু ভেবেচিন্তে করা দরকার। মানুষের সংখ্যা তো আর কমছে না। তাই আগামী দিনগুলোতে বেঁচে থাকতে হলে প্রচুর ফসল ফলাতে হবে এই জমিতেই। তবে সমস্যাও আছে অনেক।জৈব সার হিসাবে অনেক প্রাণীর মূত্র বা মল যথেচ্ছ ব্যবহার করলে চাষের উপকার হবে বটে তবে আশপাশের পরিবেশের ক্ষতি হবে যথেষ্ট।অনেক সময় আবার উল্টো ঘটনা ঘটে। জৈব চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব প্রাকৃতিক সার পেতে সমস্যা হয়। উন্নয়ন ঘটাতে গেলে আর সেই উন্নয়নের হারকে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে বজায় রাখতে হলে সুস্থায়ী উন্নয়নই একমাত্র ভরসা।

নরহরি- এইডা ঠিক কইসেন। আমাগো শুধু নিজেদের খাবার কথা ভাবলে চলবো না, ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনী গুলার কথাও মাথায় রাখতি হবে।

পরিতোষ- তা যা বলেছেন। জল,মাটি, বাতাস ,জঙ্গল এরা অনাদি অনন্ত কাল ধরে আমাদের প্রাণ রক্ষা করে এসেছে। আজ আমরা যদি এদের বিষাক্ত করে তুলি, সেই বিষ আমাদেরও ছেড়ে কথা বলবে না।

[খোলা মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসে ক্রমশঃ। সেই সময়কার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু শব্দ যেমন বাসায় ফেরা পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ, ব্যাঙের ডাক দিতে হবে এখানে]

এঃ সন্ধ্যা নেমে এলো। আমাকে আবার অনেকটা দূর...

প্রধান- ও ব্যাপারে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না স্যার। আমাদের গ্রামের কোন ছেলে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে খন।

পরিতোষ- আসলে আরো অনেক কথাই বলার আছে। তা আপনারা একদিন সময় করে আসুন না সবাই আমাদের ক্লাসে। প্রতি সপ্তাহেই শনিবার করে ক্লাস হয় আমাদের ব্লকে। অনেক চাষিভাইরাও আসেন সেখানে।

প্রধান- নিশ্চয়ই স্যার। যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা সবাই যাবো একবার আপনাদের ওখানে।

পরিতোষ- আজ আসি তাহলে।

সমস্বরে সবাই বলে ওঠে- আসুন, আসুন।

[কয়েকজনের পদচারণার শব্দ শোনা যাবে। একটি গাড়ী স্টার্ট হবার শব্দ হবে এবং তা ক্রমশঃ দূরে চলে যাবে।]

(পট পরিবর্তনের থিম মিউজিক)

পট ৩।

[একটি কলেজ ক্যান্টিনের আবহ। কথোপকথনের মধ্যে গ্লাস, কাপ প্লেট ও অন্যান্য শব্দ দিতে হবে যাতে আবহটি ফুটে ওঠে।]

প্রমিত- কিরে অয়ন, অনেকদিন তোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কোন কাজকর্ম জুটিয়ে ফেললি নাকি?

অয়ন- হ্যাঃ, কাজকর্ম। কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের গণ্ডি পেরতে পারলাম না এখনও। আরে আজকে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম রে, দ্যাখ প্রমিত সব ভাল ভাল ছেলেমেয়েগুলো এসে ক্যান্টিনে জুটেছে। আয় বাবাসকলেরা আয়।

[বিবেক, পূজা, অনিন্দিতা ও রিশানের প্রবেশ]

প্রমিত- তাই তো, বিবেক, পূজা, অনিন্দিতা, রিশান এরা সব ক্যান্টিনে। আমরা বোধ হয় ভুল জায়গায় এসে পড়েছি অয়ন।

বিবেক- এই প্রমিত আজকে এস.কে.এমের ক্লাস করলি না কেন?

প্রমিত- এই মানে ক্যান্টিনে একটা ভাল ভেজিটেবল চপ ভাজছিল তো তাই..

বিবেক- মানেটা বুঝলাম। অ্যাই অনিন্দিতা তুই প্রমিতকে ব্যাপারটা খুলে বল তো।

অনিন্দিতা- শোন প্রমিত, স্যার আমাদের বললেন সুস্থায়ী উন্নয়ন নিয়ে কলেজে একটা প্রোগ্রাম হবে...

প্রমিত (কথার মাঝখানে)- সে আবার কিন্নয়ন?

অনিন্দিতা- ইয়ার্কি না মেরে পুরো কথাটা শুনবি? প্রোগ্রামটা হবে আসলে একটা সচেতনতা বর্ধক অনুষ্ঠান। তোদের দুজনকেও থাকতে হবে।

রিশান- আসলে তোরা বোধহয় অনেকেই জানিস না ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২০৩০ সালের দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক শীর্ষ বৈঠকে সুস্থায়ী উন্নয়ন

সংক্রান্ত ১৭ টি লক্ষ্য স্থির করা হয়। এই লক্ষ্য গুলোকে অর্জন করার জন্য কাজও শুরু হয়ে যায় ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে।

বিবেক- বাবা তুই তো অনেক খবর রাখিস রিশান। তা সেই লক্ষ্যগুলো কি রে?

রিশান- সবকটা বললে তো মনে রাখতে পারবি না। তবে সবথেকে দরকারি হল ক্ষুধা, দারিদ্র ও লিঙ্গবিভেদ অপসারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসার , সুষম শহর ও গ্রাম গড়ে তোলা।

পূজা- সোজা কথায় একটা সাম্যের ভাবনা ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের সব স্তরে।

রিশান- ঠিক বলেছিস পূজা। লিঙ্গভিত্তিক আর অর্থনৈতিক বৈষম্যই তো সমস্ত অশান্তির কারণ।

বিবেক- অন্য লক্ষ্যগুলোকেও ভুলে যাস না রিশান। জল,মাটি ও অন্যান্য সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ গুলোকে সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার ও রক্ষা করাও এই উদ্দেশ্যের দিকে একটা দরকারি পদক্ষেপ।

পূজা- স্থলে জলে বাস করা অসংখ্য প্রানীরাও তো এক ধরণের সম্পদ নিশ্চয়ই।

বিবেক- অবশ্যই। আসলে বিজ্ঞান যেরকম তীব্র গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদেরও হ্রাস ঘটছে সাংঘাতিকভাবে। এই উন্নয়ন বেগবান বটে তবে সুস্থায়ী নয়। উন্নয়নের দিকে একটু বুঝেশুনে পা ফেলা দরকার আমাদের।

পূজা- বিবেক, তাহলে তো আমরা পিছিয়ে পড়ব অন্য সবার চেয়ে।

বিবেক- দ্যাখ ব্যাপারটা বেশ কিছুটা ভেবেছি আমি। আমার মনে হয় সভ্যতার অগ্রগতির এই তীব্র বেগ আসলে আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে আর একটু সংযমী হয়ে চললে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ও সম্পদ আরও অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের।

অয়ন- ঠিক বলেছিস। আমাদের সমাজের ধনী অংশ যে নীতি গ্রহণ করে, যেভাবে জীবন যাপন করে তাতে তারাই উন্নয়নকে উপভোগ করে বেশী, দরিদ্র অংশের কাছে তা পৌঁছে উঠতে পারে না। তাই অর্থনৈতিক সাম্য আনাটাও আমাদের সমাজের জন্য জরুরী।

প্রমিত- সে তো বটেই। তাছাড়া অচিরাচরিত শক্তিগুলোর উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়াতে হবে আমাদের সকলকে। কয়লা আর তেলের আয়ু আর কতদিন?

অনিন্দিতা- তুই ভেবে দ্যাখ প্রমিত,গোড়া থেকে চিন্তা করলে আমাদের কৃষি, অর্থব্যবস্থা, প্রযুক্তি ক্ষেত্র, উৎপাদন ক্ষেত্র, পরিবহণ, ব্যবসা, স্থাপত্য, সংস্কৃতি সব কিছুর ক্ষেত্রেই আমরা ব্যবহারযোগ্য সম্পদ খুব দ্রুত খরচ করে ফেলছি। এর ফলে উন্নয়নের হার নীচের দিকে নামা অবশ্যম্ভাবী। তবে বিজ্ঞানকে সাথে নিয়েই এই যুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে। হয়ত দেখা গেল অনামা কোন বৈজ্ঞানিক জল থেকে শক্তি বের করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেললেন।

অয়ন- সেটা কবে হবে তা আমি জানি না, তবে পৃথিবীর অনেক দেশেই তো এখন বায়োডিজেল ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি নতুন ইঞ্জিনগুলো অনেক পরিবেশ বান্ধব হয়ে উঠেছে এখন। কিন্তু পুনরায় নবীকরণযোগ্য শক্তিগুলো পরিবেশের এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য কেননা উন্নয়নের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে এগুলো সাহায্য করছে।

অনিন্দিতা- হ্যাঁরে অয়ন, কোথায় একটা পড়ছিলাম যে ২০১৪ সালেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে মোট ব্যবহৃত তড়িৎশক্তির ৩.১ % বায়ুবিদ্যুৎ থেকে আসে। এখন এই শতাংশ মাত্রাটা অবশ্যই বেড়েছে। এর ফলে আর্থিক উন্নয়নও সুস্থায়ী হতে বাধ্য।

অয়ন- তবে পরিবহণ ক্ষেত্রকে এই সুস্থায়ী উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করাটা আজকের সময়ে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। গণ পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তপোক্ত ভাবে গড়ে তুলতে হবে আমাদের। কি বলিস বিবেক?

বিবেক- যা বলেছিস। তবে কর্পোরেট জগত তো তীব্র গতিশীল উন্নয়নের পক্ষ নিয়েই থাকে তাদের ব্যবসার খাতিরে। সুস্থায়ী উন্নয়ন সহায়ক সরকারী নীতি থাকা তাই ভীষণ জরুরী।

প্রমিত- এর সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তাদের পাঠক্রম সুস্থায়ী উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে সর্বাগ্রে ধনী মানুষ ও দেশগুলির এই ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

রিশান- কিন্তু কিছু কিছু দেশ তো সরাসরি এই ধরণের উন্নয়নের বিরুদ্ধে আঁটঘাট বেঁধে নেমে পড়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সেই ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা আজকের পৃথিবীর জন্যও একই ভাবে প্রযোজ্য।

[লোডশেডিং হয়ে গেল। বেশ কিছু মানুষের জমায়েতে লোডশেডিং হলে যেমন শব্দের সৃষ্টি হয় আবহে সেইরকম শব্দ দিতে হবে।]

অয়ন- এই যে বেহিসাবী লাগামছাড়া উন্নয়নের প্রভাব এসে আমাদের ক্যান্টিনেও পড়েছে।

(স্বগতোক্তি) তা প্রভাব যখন পড়েইছে তখন একটু অন্যরকম উন্নয়ন ঘটানো যাক।

প্রমিত- এই,এই কি হচ্ছেটা কী? আমার ভেজিটেবিল চপটা...

[কয়েকজনের চপ খাওয়ার আওয়াজ]

অয়ন- ওগুলো এখন সর্বসাধারণের পৈটিক উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে বুঝলি প্রমিত।

[সকলে একসাথে হেসে উঠবে।]

(পট পরিবর্তনের থিম মিউজিক)

পট ৪।

[সমবেত গুঞ্জনের শব্দ। কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল সরানোর শব্দ পাওয়া যাবে।]

পরিতোষ- আসুন, আসুন আপনারা। সবাই একটু শান্ত হয়ে বসুন।

[মোটামুটি উচ্চগ্রামে থাকা কয়েকজনের গলার আওয়াজ ক্রমশঃ কমে আসতে থাকবে এবং এক সময় থেমে যাবে।]

প্রধান- স্যার আপনি ভালো আছেন তো? আপনি যে রকম বলেছিলেন তেমনই আমরা সবাই চলে এসেছি।

পরিতোষ- খুব ভালো করেছেন। যিনি আপনাদের ক্লাস নেবেন তিনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবেন। ততক্ষণ আপনারা একটু চা-টা খান। অ্যাই গণশা এনাদের একটু চা-টা দে।

গণশা- দিচ্ছি বাবু।

[চায়ের কাপে চা ঢালার শব্দ। কয়েকজনের বেশ আরাম করে চা খাবার শব্দ।]

পরিতোষ- এই তো তাপস বাবু এসে গ্যাছেন। আসুন তাপস বাবু , দেখুন আপনার ক্লাসে আজ কিন্তু অনেক ছাত্র।

তাপস- বাঃ, বাঃ, এতো খুব ভালো কথা।

পরিতোষ- আসলে এনাদের গ্রামে আমি একদিন গিয়েছিলাম। ওনাদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল চাষের কাজে যে ক্ষতি ওদের হচ্ছে তার হাত থেকে বাঁচতে কোন একটা উপায় আপনি জানাতে পারবেন।

তাপস- আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। দেখুন আপনারা সবাই চাষবাস করে আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। আমরা যে মাটির উপর বাস করি, না বুঝে তাকেই অনেক সময় আমরা তীব্র আঘাত করে ফেলি। মানুষের উন্নত জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে

আমাদের অর্থলোভ। পৃথিবীর বেশীর ভাগ সম্পদকেই আজ আমরা নিয়ে গিয়েছি ধ্বংসের দোরগোড়ায়। আমরা দৈনন্দিন যে সমস্ত কাজ করি আমাদের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখতে, তাতে শক্তি খরচের পরিমাণকে ক্রমশঃ কমিয়ে আনতে হবে।

বিশু- দাদাবাবু ট্যাহা না রোজগার করলি জীবনটা বাঁচে ক্যামনে? আর ওই দাদাবাবু যা বলি এল গেরামে গে তাতে চাষআবাদ করবোই বা কি করি ? ইটুকু জমিতে যদি সার তেমন না দিই তাহলে ফলন হবেই বা কি করি?

তাপস- আপনার নামটা?

বিশু- আজ্ঞে , বিশু।

তাপস- তা বিশুবাবু আপনি যা বলছেন সেকথা তো সত্যি। তবে জৈব চাষ ব্যাপারটাকে যদি ঠিকভাবে করা যায় তবে লাভটা হবে দীর্ঘদিনের জন্য। যদি রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ক্ষতিকারক পদার্থগুলোর ব্যবহার না কমানো যায় তাদের প্রভাব আমাদের দেশের প্রতিটি পরিবারের উপর পড়বে।

কামাল- সে তো আমরা দেখতিছি। কোন বছর অ্যাত ফসল হবে যে তার দাম উঠবেনি আর কোন বছর মাঠ ধু ধু।

পরাণ- ঠিক বলিছিস কামাল। এ বছরই দ্যাখ না ব্যাঙ্কবাবুদের ট্যাহা ফেরত না দিতে পেরে বামনাটার কি হাল হল শেষটা।

মণিরুল- পরাণ চাচা তোমারই বা হালটা ভাল হল কোথায়?

পরাণ- তা যা বলিছিস মণিরুল। তবে চাষের খরচটা শেষ পর্যন্ত কুলিয়ে উঠিছি।

তাপস- দেখুন ভাইসব। এই পৃথিবী কিন্তু নিজের ক্ষতি নিজেই পূরণ করে নিতে পারে তার নিজের কিছু বিশেষ প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য এই ক্ষতিপূরণের হার যথেষ্ট ধীর লয়ে ঘটে। তাই সুস্থায়ী উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে এই

প্রাকৃতিক ক্ষতির হারটাকেও যদি আমরা কমিয়ে আনতে পারি সেটাই হবে একটা বিরাট প্রাপ্তি। আমরা এই ব্যাপারে সমস্ত রকম সাহায্য আপনাদের করবো।

পরিতোষ- হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই।

কামাল- (নীচু স্বরে পাশে বসা পরাণকে)- এই সব ভারী ভারী কথায় আমাদের পেট ভরবে না গো পরাণ চাচা। এখন চলো দেখি বাড়ী যেতি হবে।

পরাণ- (ততোধিক নীচু স্বরে) আহা কামাল, আর কি বলে একটু শোন না।

তাপস- তা বলে আপনারা ভাববেন না এর জন্য আমাদের সভ্যতা পিছনের দিকে হাঁটছে। কোন কোন সময় সামনে এগোতে গেলে একটুখানি পিছিয়ে আসতে হয়। যে কোন মানুষেরই আজকের দিনে এই কথাটা মাথায় রাখা উচিত।

পরাণ- তা আপনি ঠিকই কইছেন কর্তা। আপনের কথা আমাগো মাথায় থাকব।

তাহলে ও প্রধান চলো এখন ওঠা যাক।

প্রধান- হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা এগোও আমি বাবুদের সাথে কটা কথা বলে আসছি। (নীচু স্বরে পরাণকে) দেখি বাবুদের সাথে কথা বলে আমাদের গ্রামের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করা যায় কিনা।

পরাণ- (নীচু স্বরে)। ঠিক আছে গো। (স্বাভাবিক স্বরে) এই তোমরা সব চলো।

আজকে তাহলে আসি গো বাবুরা।

[কয়েকজনের পদশব্দ ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যাবে।]

(পট পরিবর্তনের থিম মিউজিক)

পট ৫।

[থপ থপ করে একটু দ্রুতবেগে পদচারণার শব্দ।]

ভাষ্যঃ ওই দেখুন মাধববাবু বাজার করে বাড়ীতে ফিরলেন। আর ও কাকে দ্যাখা যাচ্ছে আসতে? ওকে চেনেন না , উনি মাধব বাবুর বেটার হাফ সবলা বৌদি। আপনি না চিনলে কি হবে পাড়ার সমস্ত কাক পক্ষীও ওনাকে হাড়ে হাড়ে চেনে।

মাধব- গিন্নী, ও গিন্নী, কোথায় গেলে। দ্যাখো আজ বাজার থেকে কী এনেছি? মাছ টাছ তো তেমন কিছু পেলাম না। তা আজ বাজারে গিয়ে দেখি কানাই বসেছে। তাই ওর কাছ থেকে সব দিশী সব্জিপাতি...

সবলা- (খ্যান খ্যানে স্বরে) কই দেখি কি এনেছো। এঃ তুমি কি এক্কেবারে কানা হয়ে গ্যাছো নাকি যে ওই কানাইয়ের কাছ থেকে এই কানা বেগুনগুলো কিনে আনলে? আর এইগুলো কি এনেছো অ্যাঁ। এগুলো ঢ্যাঁড়স না ঝিঙে না কাঁচকলা কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। এই সব ত্যাড়াব্যাঁকা তরকারি কেটে কেটে আমার নতুন বঁটিখানার আর মান ইজ্জত রইল না।

মাধব- না, ইয়ে, মানে...

সবলা- মানই রইল না তার আবার মানে। তুমি জান না পাড়ায় আমাদের বাড়ীটাকে সবাই সব্জি কোম্পানি বলে ডাকে।

মাধব- ইয়ে, মানে...

সবলা- উঃ, বাজার থেকে ফিরে অবধি খালি ইয়ে আর মানে, ইয়ে আর মানে করে যাচ্ছে। এই থলি ভর্তি করে যা কিনে এনেছ তার কোন ইয়েও নেই আর মানেও নেই।

আজ আমি আর রান্নাবান্না করতে পারব না বলে দিচ্ছি। এই চললুম আমি বাপের বাড়ি। ওখানে আর যাই হোক দুটো মাছের ঝোল ভাত খেতে পারব।

ভাষ্যঃ আজ আর মাধববাবু খালিপেটে অফিস যাবেন বলে মনে হচ্ছে না। তবে অদ্ভুত ভাবে এই পরিবারটি আজ সুস্থায়ী উন্নয়নের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের অংশীদার

হয়ে গেল। মাধববাবু অফিস গেলেন না ফলে পরিবহণ ক্ষেত্রে আজ একটু হলেও কম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হল। একই ঘটনা ঘটল তার বাড়িতে রান্না না হওয়ার কারণে এবং একই সাথে বেঁচে গেল পৃথিবীর কিছু চিরাচরিত সম্পদ।

[অনুষ্ঠান শেষ হবার থিম মিউজিক]